

আল-বাকারাহ | Al-Baqara | الْبَقَرَة

আয়াতঃ ২ : ২৬৩

আরবি মূল আয়াত:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

﴿ ২৬৩ ﴾

অনুবাদসমূহ:

উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল। — আল-বায়ান

যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহিষ্ণু। — তাইসিরুল

যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ, সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমাই উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ মহা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। — মুজিবুর রহমান

Kind speech and forgiveness are better than charity followed by injury. And Allah is Free of need and Forbearing. — Sahih International

২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

তাকসীরে জাকারিয়া

(২৬৩) যে দানের পশ্চাতে (যাচ্ছগাকারীকে) কষ্ট দেওয়া হয়, তার চেয়ে (তাকে) মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম। [1] আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

[1] ভিক্ষকের সাথে নম্রভাবে ও দয়ামাখা স্বরে কথা বলা অথবা দু'আ-বাক্য (আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে ও আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা দানে ধন্য করুন! ইত্যাদি) দ্বারা তাকে উত্তর দেওয়াই হল 'মিষ্টি বা উত্তম কথা'। আর 'ক্ষমা করা'র অর্থ হল, ভিক্ষকের অভাব-অনটন ও তার প্রয়োজনের কথা মানুষের সামনে প্রকাশ না করে তা গোপন করা। অনুরূপ ভিক্ষকের মুখ দিয়ে যদি কোন অনুচিত কথা বেরিয়ে যায়, তা ক্ষমা করে দেওয়াও এর আওতাভুক্ত। অর্থাৎ, ভিক্ষকের সাথে নম্রভাবে দয়ামাখা স্বরে কথা বলা, তাকে ক্ষমা করা এবং তার (ব্যাপার) গোপন করা সেই সাদাকার চেয়ে উত্তম, যে সাদাকা করার পর (যাকে সাদাকা দেওয়া হয়) তাকে মানুষের সামনে

অপমানিত করে কষ্ট দেওয়া হয়। এই জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, “উত্তম কথা সাদাকার সমতুল্য।” (মুসলিম ১০০৯নং) অনুরূপ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “তুমি কোনও নেকীর কাজকে তুচ্ছ ভেবো না, যদিও তা তোমার কোন ভায়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হয়।” (মুসলিম ২৬২৬নং)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — <https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=270>

হাদিসবিভিন্ন প্রজেক্টে অনুদান দিন